যুগান্তর

তারিখ : 23 JAN 2009
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

মাধ্যমিকের বাড়তি ২০ লাখ পাঠ্যপুস্তক ছাপা হচ্ছে না

যুগান্তর রিপোর্ট

সংকটের কারণে অতিরিক্ত যে ২০ লাখ বই ছাপার আদেশ দেয়া হয়েছে, তা ছাপা হচ্ছে না। এনসিটিবি চেয়ারম্যান ড. মহিরউদ্দিন বৃহস্পতিবার রাতে জানান, প্রকাশকরা বলছেন, বইয়ের সংকট নেই। তাই তারা এখন বই ছাপাতে চাচ্ছে না। অথচ তাদেরই অনুরোধে এনসিটিবি অতিরিক্ত বই ছাপানোর কার্যাদেশ দেয় বলে জানান তিনি। এনসিটিবি চেয়ারম্যান অসহায়ত্ব প্রকাশ করে বলেন, প্রকাশকরা 'সাবোটাজ' করছে। তিনি বলেন, প্রকাশকদের কাছে তারা জিম্মি হয়ে পড়েছেন। এনসিটিবির ভেতরের কয়েকজন অসাধু কর্মকর্তা আর প্রকাশকদের সিন্ডিকেট'র প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, যদি সংশ্লিষ্ট মহলের আন্তরিক সহযোগিতা পাওয়া যায় তবে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া যায়। এদিকে বাজারে এখনও চড়া দামে বই বিক্রি হচ্ছে। বই সংকট

প্রকাশকরা বলছেন প্রয়োজন নেই

এবং চড়াদামে বই বিক্রির ব্যাপারে এনসিটিবি চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শিক্ষা সচিবের জরুরি বৈঠক হয়। বৈঠকে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়।

যুগান্তরে বৃহস্পতিবার বইয়ের চড়া দাম ও সংকট নিয়ে সংবাদ প্রকাশের পর এনসিটিবির ২২টি টিম রাজধানীতে বই মজুতদার, কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারী ও অতিরিক্ত দাম আদায়কারীসহ সিন্ডিকেটের সদস্যদের ধরতে দিনভর কাজ করে। কিন্তু রাত ৮টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কাউকে ধরতে পারেননি তারা। অথচ কালও বাংলাবাজার এবং নীলক্ষেতে দেড়গুণ-দ্বিগুণ দামে বই বিক্রি হয়েছে। এ অবস্থায় টিমের অর্ধশতাধিক সদস্যসহ সংশ্লিষ্টদের অভিযান আর কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। গত বছরও একইভাবে প্রকাশকরা বইয়ের কৃত্রিম সংকট

ছাপা : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

ছাপা : পাঠ্যপুস্তক

(৩য় পৃষ্ঠার পর) সৃষ্টি করেন। যে কারণে অতিরিক্ত ১২ লাখ নতুন বই ছাপানোর আদেশ দিতে হয়েছিল। এছাড়া গত বছর বইয়ের পৃষ্ঠানি (কাভারের পরের পাতলা কাগজ) লোপাটেরও অভিযোগ উঠেছিল। এনসিটিবি চেয়ারম্যান জানান, গত বছর পৃষ্ঠানি লোপাটকারীদের চিহ্নিত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। এছাড়া কালো তালিকাভুক্তও করা হয়। কিন্তু এবারও তাদের কাজ দিতে হয়েছে। কেননা, ওদের ছাড়া কাজ দেয়ার লোকও পাওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া অনেকে নতুন নামে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান নিয়ে হাজির হয়েছেন।

ড. মহিরউদ্দিন জানান, সরকার সিন্ডিকেটের শিকড় উপড়ে ফেলার ব্যাপারে খুবই আন্তরিক। এবার কেউ পার পাবে না। তিনি বলেন, এনসিটিবির ভেতর-বাইরের সব জায়গায় অসাধুকে ধরে শাস্তি দেয়া হবে। মন্ত্রণালয়ের এ ব্যাপারে কঠোর নির্দেশনার কথা জানান তিনি।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার যে ২০টি টিম মাঠে নেমেছে, তার মধ্যে এনসিটিবি সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) ড. সিরাজুল হক ও এনসিটিবি সচিব লোকমান হোসেন মিয়ার নেতৃত্বেও দুটি টিম রয়েছে। কিন্তু রাতে তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি।